গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
সমন্বয়-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moysports.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩৪.০০.০০০০.০৪৯.১৬.০০৭.২২.১৭৯ | তারিখ: ১ আষাঢ় ১৪২৯ / ১৫ জুন ২০২২

বিষয়: **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় পরিদর্শনের সময় প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা এবং সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মে/২০২২ খ্রি. মাসের প্রতিবেদন প্রেরণ।**

সূত্র: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পত্র নং-০৩.০৭৮.০৩৮.০০.০০.০০৫.২০১৪-১০, তারিখ: ২৬/০১/২০১৫ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালীন প্রদত্ত সিদ্ধান্ত/নির্দেশনাবলির মে/২০২২ খ্রি. মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : ০৯ (নয়) পাতা।

১৫-৬-২০২২
মো: আলী হায়দার
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৫৫১০১০৮৩
ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৯৫১৪৪০৮
ইমেইল: csmoys66@gmail.com

পরিচালক- ১১ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

স্মারক নম্বর: ৩৪.০০.০০০০.০৪৯.১৬.০০৭.২২.১৭৯/১(৩) | তারিখ: ১ আষাঢ় ১৪২৯ / ১৫ জুন ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো:
১) যুগ্মসচিব, সমন্বয় অধিশাখা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২) সচিবের একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩) সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা (পত্রটি ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।

১৫-৬-২০২২

মো: আলী হায়দার

সিনিয়র সহকারী সচিব

# যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

## মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ৩০ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালীন প্রদত্ত সিদ্ধান্ত/নির্দেশাবলির মে/২০২২ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

| মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পরিদর্শনের তারিখ | পরিদর্শনকালে প্রদত্ত নির্দেশনার সংখ্যা | বাস্তবায়িত নির্দেশনার সংখ্যা | এখনো বাস্তবায়ন হয়নি এরূপ নির্দেশনার সংখ্যা | নির্দেশনার বিষয় | বাস্তবায়ন অগ্রগতি | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় | ৩০-১০-২০১৪ | ১৪ | ১ | ১৩ (বাস্তবায়নাধীন) | ১। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রচলিত প্রশিক্ষণ ট্রেডের সাথে সময়োপযোগী ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ ট্রেড যুক্ত করতে হবে যেমন- ক্যাটারিং, হাউজকিপিং, কৃষি ও হর্টিকালচার, মেরিন ফিশিং তথা গভীর সমুদ্রে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে মাছ ধরা ইত্যাদি। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থার কারিকুলাম সংগ্রহ করা যেতে পারে। | • যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রচলিত প্রশিক্ষণ ট্রেডের সাথে ক্যাটারিং, সংক্ষিপ্ত হাউজকিপিং এবং কৃষি ও হর্টিকালচার বিষয়ে প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে। | |
| | | | | | | • ০৩ জানুয়ারি, ২০২২ হতে ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত ০৬ মাস ব্যাপি ফুড এন্ড বেভারেজ প্রডাকশন সার্ভিস (ক্যাটারিং) কোর্স চালু রয়েছে। | সিডিউল অনুযায়ী সাভার যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৩৪ জন এবং খুলনা জেলা কার্যাল ৩০ জন এর প্রশিক্ষণ কোর্স চলমান রয়েছে। |
| | | | | | | • ০১ মার্চ, ২০২২ হতে ৩১ মে, ২০২২ পর্যন্ত ০৩ মাস ব্যাপি হাউজকিপিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। | প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। |
| | | | | | | • অক্টোবর, ২০২১ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত (প্রতিটি কোর্স ৩০দিন ব্যাপী) সংক্ষিপ্ত হাউজকিপিং প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। | MoU এর মেয়াদ বৃদ্ধি হওয়ায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |
| | | | | | | • ০৩ অক্টোবর, ২০২১ হতে ৩১ অক্টোবর, ২০২১ পর্যন্ত ০১ মাস ব্যাপী কৃষি ও হর্টিকালচার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। | প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রতিমা ভিত্তিক চলমান রয়েছে। |
| | | | | | | • মেরিন ফিশিং তথা গভীর সমুদ্রে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে মাছ ধরা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে রিসোর্স পার্সন ও প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা থাকায় কোর্সটি পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। | - |

চলমান প

| মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পরিদর্শনের তারিখ | পরিদর্শনকালে প্রদত্ত নির্দেশনার সংখ্যা | বাস্তবায়িত নির্দেশনার সংখ্যা | এখনো বাস্তবায়ন হয়নি এরূপ নির্দেশনার সংখ্যা | নির্দেশনার বিষয় | বাস্তবায়ন অগ্রগতি | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| | | | | | ২। যুবরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিদেশে যাওয়ার জন্য যাতে প্রতারণার শিকার না হয় এবং যুব প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশেই আত্ম-কর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ হয় সে লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে। এছাড়া দেশে-বিদেশে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ছাড়াও সে দেশের আইন কানুন সম্পর্কেও জানাতে হবে, যেন কেউ বিদেশে গিয়ে বেআইনি কিছু না করে এবং জেলে না যায়। | • যুবরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিদেশে না যায়, তারা যাতে আত্মকর্মে উদ্বুদ্ধ হয়, সেজন্য ৬৪টি জেলা ও ৪৯৩টি উপজেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদান করা হচ্ছে।<br>• ফেস্টুনের মাধ্যমে জেলা/যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১০টি সচেতনতামূলক স্লোগান প্রচার অব্যাহত আছে।<br>• যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনারের মাধ্যমে স্লোগান প্রচারের উদ্যোগ অব্যাহত আছে।<br>• যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত যুববার্তায় সচেতনতামূলক স্লোগান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রচারের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ/উপজেলা পরিষদ/জেলা প্রশাসন/বিভিন্ন অধিদপ্তর/মন্ত্রণালয়ে যুববার্তার কপি পৌঁছানো নিশ্চিত করা হয়।<br>• যুবরা যাতে অবৈধ পথে বিদেশ গমন না করে সে লক্ষ্যে সচেতনতামূলক ০৫ টি স্লোগান প্রচার করা হয়। | চলমান |

চলমান পাত

| মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পরিদর্শনের তারিখ | পরিদর্শনকালে প্রদত্ত নির্দেশনার সংখ্যা | বাস্তবায়িত নির্দেশনার সংখ্যা | এখনো বাস্তবায়ন হয়নি এরূপ নির্দেশনার সংখ্যা | নির্দেশনার বিষয় | বাস্তবায়ন অগ্রগতি | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| | | | | | ৩। ক্রীড়াক্ষেত্রে আরও উন্নয়নের ব্যবস্থা নিতে হবে। ফুটবলের উন্নয়নের জন্য আন্তঃস্কুল, আন্তঃ কলেজ এবং জেলা-উপজেলাসমূহে বছর-ব্যাপী ফুটবল খেলার আয়োজন করতে হবে। | দেশের ফুটবল খেলার মান উন্নয়ন ও বিশ্ব র‍্যাংকিং এ উন্নীত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন কর্তৃক নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে :<br>নতুন ফুটবল খেলোয়াড় সৃষ্টি এবং খেলারমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কর্মসূচি চলমান রয়েছে:<br><br>১.পাইওনিয়র ফুটবল : পাইওনিয়র ফুটবল লীগ (অনূর্ধ্ব-১৬)-এর খেলা নিয়মিত আয়োজন করা হয়।<br>২. প্রফেশনাল ক্লাবসমূহের প্রতিযোগিতা:<br>ক) দেশের ১ম সারির ফুটবল ক্লাবসমূহকে নিয়ে "বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ" এর আয়োজন;<br>খ) দেশের ২য় সারির ফুটবল দলসমূহকে নিয়ে "বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশীপ লীগ" এর আয়োজন;<br>গ) বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ ও বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশিপ লিগ ক্লাবসমূহের অনূর্ধ্ব-১৮ ফুটবল প্রতিযোগিতা;<br>ঘ) ফেডারেশন কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট এর আয়োজন;<br>ঙ) স্বাধীনতা কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট এর আয়োজন;<br>**৩. প্রথম বিভাগ, দ্বিতীয় বিভাগ, তৃতীয় বিভাগ, ফুটবল লিগের খেলা প্রতি বছর নিয়মিত আয়োজন।**<br>মহিলা ফুটবল উন্নয়নে চলমান কার্যক্রম:<br>উন্নয়নমূলক কার্যক্রম (প্রশিক্ষণ ক্যাম্প):<br>মহিলা: ক) অনূর্ধ্ব-১৪ মহিলা যুব ফুটবল ক্যাম্প (সারা বছরব্যাপী) ;<br>খ) অনূর্ধ্ব-১৬ মহিলা যুব ফুটবল ক্যাম্প (সারা বছরব্যাপী) ;<br>গ) অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলা যুব ফুটবল ক্যাম্প (সারা বছরব্যাপী) ;<br>ঘ) মহিলা অনূর্ধ্ব-১৪ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজন ;<br>ঙ) মহিলা অনূর্ধ্ব-১৬ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজন ;<br>চ) মহিলা জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজন। | চলমান |

চলমান পা

| মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পরিদর্শনের তারিখ | পরিদর্শনকালে প্রদত্ত নির্দেশনার সংখ্যা | বাস্তবায়িত নির্দেশনার সংখ্যা | এখনো বাস্তবায়ন হয়নি এরূপ নির্দেশনার সংখ্যা | নির্দেশনার বিষয় | বাস্তবায়ন অগ্রগতি | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| | | | | | ৪। প্রতি উপজেলায় একটি করে মিনি স্টেডিয়াম গড়ে তোলার প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। | দেশের ৪৯২টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হলে তা গত ০৭.০৪.২০১৫ খ্রিঃ তারিখের একনেক সভায় কতিপয় শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন করা হয়। অনুমোদনের পর ১ম পর্যায়ে ১৩১টি উপজেলায় "উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ ১ম পর্যায় (১৩১)" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১২৫ টি নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে, ৬টি উপজেলায় জমি সংক্রান্ত জটিলতার কারণে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা যায়নি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে ৬৬টি মিনি স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করা হয়েছে।<br><br>১৮৬টি উপজেলার মধ্যে সরকারি খাস জমি রয়েছে ৮৩টি উপজেলায়। ৮৩টি উপজেলার মধ্যে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে ৭২টি, দরপত্র মূল্যায়নের প্রক্রিয়াধীন ৫৩টি এবং কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে ১৯টি উপজেলার। অবশিষ্ট ব্যক্তিমালিকাধীন ১০৩টি উপজেলার জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শেষে দরপত্র আহ্বান করা হবে। তাছাড়া প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।<br>উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প ৩য় পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ১৭৩টি উপজেলার মধ্যে ১৭১টি উপজেলার প্রস্তাব পাওয়া গেছে এবং অবশিষ্ট আছে ০২টি।<br><br>বিশেষ প্রকল্পের আওতায় ১১টি উপজেলা ( বিশেষ প্রকল্পের আওতায় ০৭টি উপজেলায় যথা- লালপুর, সেনবাগ, বেগমগঞ্জ, সান্তাহার, ভাঙ্গা, ভৈরব, শিবগঞ্জ ও পার্বতীপুর উপজেলা এবং ০১টি উপজেলায় (শ্রীনগর উপজেলা) স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে ও ০২টি উপজেলায় (টুঙ্গীপাড়া ও মিঠামইন উপজেলা) পুর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে)। | বাস্তবায়না |

চলমা

| মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পরিদর্শনের তারিখ | পরিদর্শনকালে প্রদত্ত নির্দেশনার সংখ্যা | বাস্তবায়িত নির্দেশনার সংখ্যা | এখনো বাস্তবায়ন হয়নি এরূপ নির্দেশনার সংখ্যা | নির্দেশনার বিষয় | বাস্তবায়ন অগ্রগতি | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| | | | | | ৫। আরচ্যারির জন্য কোন মাঠ নেই। আরচ্যারি খেলার উন্নয়নের ব্যবস্থা নিতে হবে। এ খেলায় পাহাড়ী ও আদিবাসীদের বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে। কেননা, তীর ধনুকের সাথে তাদের আজন্ম সম্পর্ক রয়েছে। | (ক) বাংলাদেশ আরচ্যারী ফেডারেশনের সহিত জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সভা আহ্বানের বিষয়ে আরচ্যারী ফেডারেশনকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উপযুক্ত তারিখ ও সময় নির্ধারণপূর্বক সভা অনুষ্ঠিত হবে।<br>(খ) বাংলাদেশ আরচ্যারী ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় বান্দরবানের কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে পাহাড়ী ও আদিবাসীদের সমন্বয়ে বছরব্যাপী আরচ্যারি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ফলশ্রুতিতে আরচ্যারির বিভিন্ন দলেই ইতোমধ্যে পাহাড়ী ও আদিবাসী খেলোয়াড় সম্পৃক্ত হয়েছে। বর্তমানে রিনা চাকমা, মাথৈ প্রো মার্মা ছাড়াও আরো অনেক আদিবাসী উপজাতি খেলোয়াড় জাতীয় দলের খেলোয়াড় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত আছে।<br>(গ) বাংলাদেশ আরচ্যারী ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় বান্দরবানের কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে পাহাড়ী ও আদিবাসীদের সমন্বয়ে বছর ব্যাপী আরচ্যারী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে বান্দরবান জেলার খেলোয়াড়গণও অংশগ্রহণ করে থাকে।<br>(ঘ) ০১-১০ ডিসেম্বর ২০১৯ নেপালে অনুষ্ঠিত ১৩তম এস, এ গেমসে বাংলাদেশ আরচ্যারী ফেডারেশন ১০টি ইভেন্টে প্রত্যেকটিতেই স্বর্ণপদক অর্জন করে।<br>(ঙ) ১৫-২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ পর্যন্ত আমেরিকান ইয়াংটনে অনুষ্ঠেয় ওয়ার্ল্ড আরচ্যারী কংগ্রেস এবং ওয়ার্ল্ড আরচ্যারী চ্যাম্পিয়নশীপ-২০২১ এ অংশগ্রহণের সরকারি অনুমতি প্রদান।<br>(চ) ০৬-১১ মে, ২০২২ তারিখ পর্যন্ত "২০২২ এশিয়া কাপ ওয়ার্ল্ড র‍্যাংকিং টুর্নামেন্ট, স্টেজ-২" সোলেমানিয়া, ইরাকে অনুষ্ঠিত হয়।<br>(ছ) ১৩-২২ মে, ২০২২ তারিখ পর্যন্ত ১৯তম সামার স্কুল গেমস ২০২২ নরম্যান্ডি, ফান্সে অনুষ্ঠিত হয়।<br>(জ) ১৬-২২ মে, ২০২২ তারিখ পর্যন্ত "২০২২ আরচ্যারী ওয়ার্ল্ড কাপ, স্টেজ-২" গুয়াংজু, কোরিয়ায় ২অনুষ্ঠিত হয়। | চলমান |

চলমান প

| মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পরিদর্শনের তারিখ | পরিদর্শনকালে প্রদত্ত নির্দেশনার সংখ্যা | বাস্তবায়িত নির্দেশনার সংখ্যা | এখনো বাস্তবায়ন হয়নি এরূপ নির্দেশনার সংখ্যা | নির্দেশনার বিষয় | বাস্তবায়ন অগ্রগতি | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | |
| | | | | | ৬। বিদেশে খেলোয়াড় পাঠানোর সময় খেলার সিডিউলের পূর্বে যথেষ্ট সময় হাতে রেখে দল পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে যাতে পরিবর্তিত আবহাওয়া ও পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে। | বিদেশে খেলোয়াড় পাঠানোর সময় খেলার সিডিউলের পূর্বে যথেষ্ট সময় হাতে রেখে দল পাঠানোর বিষয়ে সকল ফেডারেশন/ অ্যাসোসিয়েশন/সংস্থাকে পত্র মারফত অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু সিডিউল সময়ের আগে বা পরে বিদেশে দলের অবস্থানের ক্ষেত্রে ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন বিধায় অনেক আগে দল প্রেরণ করতে সক্ষম হন না মর্মে বিভিন্ন ফেডারেশন কর্তৃক জানা যায়। | চ |
| | | | | | ৭। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে বিকেএসপি'র কোটা রাখার বিষয়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণসহ বাস্তবায়ন করতে হবে। চাকুরীতেও কোটা রাখা যেতে পারে। | চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে বিকেএসপির ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য 'বিকেএস'পি কোটা' প্রবর্তন করা হয়েছে। | বা |
| | | | | | ৮। ক্রীড়া পরিদপ্তরের ৬৪ জেলার ক্রীড়া কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী এবং অটিস্টিকদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। তাদের জন্য আলাদা কমপ্লেক্স তৈরি করতে হবে। গ্রামীণ খেলাধুলা যেমন-সাতচারা, ডাংগুলি ইত্যাদি খেলার প্রসার ঘটাতে হবে। | ৬৪ টি জেলায় ক্রীড়া অফিসের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের জন্য ক্রীড়া কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।<br><br>মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে জেলা ক্রীড়া অফিসে বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচিতে গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন করা হয়েছে।<br><br>মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। | চ |
| | | | | | ৯। ক্রীড়া পরিদপ্তরের মাধ্যমে শিশুদের সাঁতার শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে। | জেলা ক্রীড়া অফিসের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে সাঁতার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণপুর্বক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। | বাস্ত |

চলমা

| মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পরিদর্শনের তারিখ | পরিদর্শনকালে প্রদত্ত নির্দেশনার সংখ্যা | বাস্তবায়িত নির্দেশনার সংখ্যা | এখনো বাস্তবায়ন হয়নি এরূপ নির্দেশনার সংখ্যা | নির্দেশনার বিষয় | বাস্তবায়ন অগ্রগতি | ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | |
| | | | | | ১০। বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মূলধন বৃদ্ধি করতে হবে। এ বিষয়ে অর্থ বিভাগে প্রস্তাব দিতে হবে। বিত্তবানরা অনুদান প্রদান করলে কর মুক্ত রাখার জন্য এনবিআরকে প্রস্তাব দিতে হবে। ফাউন্ডেশনকে আয়বর্ধক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে তবে মূল কাজ যেন ব্যাহত না হয়। | • সরকারের নিকট হতে বিভিন্ন সময়ে সিডমানি হিসেবে প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ ৭.২৫ কোটি টাকা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে বিগত ০৮/১১/২০১৮ ও ০৭/০৭/২০২০ ও ০৫/০৪/২০২২ খ্রি. তারিখে ফাউন্ডেশনকে (১০.০০ কোটি + ১০.০০ কোটি + ২০.০০ কোটি ) মোট ৪০.০০ (চল্লিশ) কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও ১২টি কোম্পানির সিএসআর তহবিল হতে প্রাপ্ত ৬০ লক্ষ টাকাসহ ফাউন্ডেশনের বর্তমান মোট মূলধনের পরিমাণ ৪৭.৮৫ কোটি টাকা।<br>• ২০২১-২২ অর্থবছরে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বাজেটে বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের অনুকূলে “বিশেষ অনুদান” খাতে ২,৪৬,১৯,০০০/- টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।<br>• বিভিন্ন কোম্পানির CSR খাত হতে অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।<br>• বিত্তবানরা অনুদান প্রদান করলে তা করমুক্ত রাখার জন্য এ মন্ত্রণালয় হতে ০২/০৪/২০১৭ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। | বাস্তব |

চলমান প

| মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পরিদর্শনের তারিখ | পরিদর্শনকালে প্রদত্ত নির্দেশনার সংখ্যা | বাস্তবায়িত নির্দেশনার সংখ্যা | এখনো বাস্তবায়ন হয়নি এরূপ নির্দেশনার সংখ্যা | নির্দেশনার বিষয় | বাস্তবায়ন অগ্রগতি | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | |
| | | | | | ১১। সকল ক্রীড়া ফেডারেশনে নির্বাচনের মাধ্যমে নেতৃত্ব নিশ্চিত করতে হবে। | ক) বর্তমানে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ফেডারেশন/সংস্থার সংখ্যা ৫৩টি। নির্বাচনযোগ্য ফেডারেশন/সংস্থার সংখ্যা ৩২টি। তন্মধ্যে ২৪টি ফেডারেশন/সংস্থার নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি রয়েছে ।<br>খ) নির্বাচনযোগ্য ৮টি ফেডারেশন/এসোসিয়েশনসহ মোট ২৯টি ফেডারেশন/সংস্থা অ্যাডহক কমিটি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। তন্মধ্যে ০৯টি প্রতিষ্ঠাকালীন কমিটি দায়িত্ব পালন করছে। নির্বাচন করার মত সাধারণ পরিষদ না থাকায় নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি। | ব |
| | | | | | ১২। জেলা পর্যায়ে সারা বছর বিভিন্ন খেলাধুলার জন্য জেলা স্টেডিয়াম ব্যস্ত থাকলেও সঠিক দিনক্ষণসহ খেলার ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করে সুনির্দিষ্ট দিনসমূহ বাদ দিয়ে বাকি সময় স্টেডিয়ামগুলোতে ফুটবল খেলা চলবে। এ উদ্দেশ্যে প্রতি স্টেডিয়ামে বছরব্যাপী অন্যান্য খেলা পরিচালনার সুনির্দিষ্ট ক্যালেন্ডার প্রস্তুতপূর্বক স্টেডিয়ামেই প্রদর্শন করতে হবে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব বিষয়টি বাস্তবায়ন করবেন। মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রেরণ করতে হবে। | বছর ব্যাপী ফুটবল ব্যতীত অন্যান্য খেলা পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট ক্যালেন্ডার প্রস্তুতপূর্বক পরিষদ হতে স্টেডিয়ামে প্রদর্শন করার জন্য প্রত্যেক জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে অনুরোধ করে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ হতে প্রতি বছর ফেডারেশন/অ্যাসোসিয়েশন/বোর্ড/সংস্থার নিকট হতে বছর ব্যাপী খেলা পরিচালনার তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক সুনির্দিষ্ট ক্রীড়াপঞ্জী প্রকাশ করা হয়। উক্ত ক্রীড়াপঞ্জী যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয় এবং সে মোতাবেক বছরব্যাপী ক্রীড়া অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। | |
| | | | | | ১৩। স্টেডিয়ামসমূহে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ছাড়া অন্য কোন কার্যক্রম যেমন মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কনসার্ট ইত্যাদি আয়োজন না করাই ভাল হবে। | স্টেডিয়াম সমূহে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ছাড়া অন্য কোন কার্যক্রম যেমন মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কনসার্ট ইত্যাদি আয়োজন না করার জন্য প্রত্যেক জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে অনুরোধ করে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। | বা |

চল

| মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম | মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পরিদর্শনের তারিখ | পরিদর্শনকালে প্রদত্ত নির্দেশনার সংখ্যা | বাস্তবায়িত নির্দেশনার সংখ্যা | এখনো বাস্তবায়ন হয়নি এরূপ নির্দেশনার সংখ্যা | নির্দেশনার বিষয় | বাস্তবায়ন অগ্রগতি | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | |
| | | | | | ১৪। স্কুল/কলেজের মাঠ ব্যতীত যে সকল জায়গা/মাঠ নির্ধারণ করা হয়েছে সেখানে নকশানুযায়ী খেলার মাঠ (মিনি স্টেডিয়াম) এর অবকাঠামো নির্মাণের কার্যক্রম শুরু করতে হবে ও সংশোধিত নীতিমালানুযায়ী অবিলম্বে মাঠ/জায়গা নির্বাচন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। | সকল উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের লক্ষ্যে ১৩১টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে ৭৪১১.১১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৯ মেয়াদে "উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ ১ম পর্যায়ে (১৩১টি) শীর্ষক" প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১২৫ টি নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে, ৬টি উপজেলায় জমি সংক্রান্ত জটিলতার কারণে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা যায়নি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে ৬৬টি মিনি স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করা হয়েছে।<br>"উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়ে) ১৮৬টি উপজেলার মধ্যে ৮৪টি উপজেলার সরকারি খাস জমি রয়েছে (ইতোমধ্যে ৭২টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৩৮টি দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন ১৯টি কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং বাকি ১৫টি দরপত্র ১৪.০৩.২০২২ তারিখে দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে)।<br><br>১০২টি উপজেলায় জমি অধিকগ্রহণ প্রয়োজন (১০২টি উপজেলা {৪৫টি উপজেলা হতে জমি অধিগ্রহণ মূল্য সহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৩টি উপজেলার অধিগ্রহণ মূল্য অত্যাধিক উচ্চ বিধায় তা বাদ দিয়ে ৪২টি উপজেলায় (উপজেলা গুলো হলো কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলা, নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলা) জমি অধিগ্রহণ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১৪২.৮০ কোটি টাকা}। | বাস্ত |